দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১

উদয়ন স্কুলের শিক্ষার্থী অভিভাবক ফোরামের বেতন কমানোর দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট

উদয়ন স্কুলের অভিভাবকদের অবস্থান ধর্মঘট

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়ানো হয়েছে বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন। তবে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বেতন বাড়েনি বলে তিনি দাবী করেন। গতকাল বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অভিভাবক ফোরামের উদ্যোগে স্কুলের সামনে শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফি কমানোর দাবীতে তারা অবস্থান ধর্মঘট করেন। এসময় অভিভাবকরা স্কুল ও প্রধান শিক্ষিকা খালেদা হাবীবের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ করেন।

অভিভাবকরা বলেন, পরীক্ষার ফি আগে সেশন ফির মধ্যে ধরে নেয়া হতো। কিন্তু এখন তা আলাদা করে বছরে ৯০০ টাকা করা হয়েছে। ভিকারুননিসা নুন স্কুলে যা ৪৫০ টাকা। এক মাস বেতন দিতে না পারলে ভর্তি বাতিল হবে এবং পুনরায় ভর্তি ফি ধরা হয়েছে ১ হাজার টাকা, যা আগে ছিল না। ভিকারুননিসা নুন স্কুলের উন্নয়ন ফি ৬০০ টাকা হলেও উদয়ন স্কুলে তা ১ হাজার টাকা করা হয়েছে। অথচ উন্নয়নের দৃশ্যমান কোন বালাই স্কুলটিতে নেই। স্কুলের টয়লেট অপরিষ্কার, সিটকিনি নেই, পানির কল ভাঙ্গা এ রকম নানা সমস্যার কথা তারা বলেন। মাসিক বেতন ৪৭০ টাকা। সিলেবাস, ডায়েরী ও আইডি কার্ড ফি ভিকারুননিসা স্কুলে নেয়া হয় না অথচ উদয়ন স্কুলে তার ফি ২০০ টাকা।

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, হঠাৎ করে স্কুলের বেতনসহ আনুষঙ্গিক ফি এতো বেশি বাড়ানো হয়েছে যে তা অভিভাবকদের বহন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, উদয়ন স্কুলের মান ভিকারুননিসা নুন স্কুলের মানের সমান। তাহলে ভিকারুননিসা স্কুলের বেতন ও অন্যান্য ফির থেকে উদয়ন স্কুলের বেতন ও অন্যান্য ফি দ্বিগুণ হবে কেন।

অভিভাবক (ইঞ্জিনিয়ার) মো. মাহমুদুর রহমান, (ব্যবসায়ী) মো. দেলোয়ার হোসেন ও এম পি মজুমদার বলেন, আজ দশম শ্রেণী, ৯ম শ্রেণীর (নেপচুন শাখা) ও চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ক্লাস পরীক্ষা চলছে। অথচ আভিভাবকদের এই মানবন্ধন বানচাল করতে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পিটি করার নামে শিক্ষার্থীদের দিয়ে ড্রাম বাজিয়ে আমাদের উত্যক্ত করছে। অভিভাবকরা আরো বলেন, ক্লাসের শিক্ষকদের কাছে বাংলা, ইসলাম ধর্মসহ সব বিষয়ে প্রাইভেট না পড়লে পরীক্ষায় নম্বর মেলেনা। উদয়ন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা খালেদা হাবীবের কাছে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি ইত্তেফাককে বলেন, বেতন বাড়ানো হয়নি বরং তা কমানো হয়েছে। ভর্তি সংক্রান্ত সকল ফি আগে সাড়ে ৯ হাজার টাকা নেয়া হলেও সরকারি রুলস এন্ড রেগুলেশন অনুযায়ী এখন তা কমিয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। মাসিক বেতন ৬০০ টাকা করা হয়েছিল কিন্তু তা অভিভাবকদের কথামতো কমিয়ে ৪৭০ টাকা করা হয়েছে। অন্যান্য ফি কিছুটা বেড়েছে স্বীকার করে তিনি বলেন, যে টাকা বাড়ানো হয়েছে তা না বাড়ালে আমি স্কুল চালাতে পারবো না। ক্লাস পরীক্ষা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে বলেন, এ সপ্তাহ কেন আগামী সপ্তাহেও আমাদের কোন ক্লাস পরীক্ষা নেই।